বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

শৃংখলা বোর্ড প্রবিধান, ২০১৫

(২২/০৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৩১তম সভায় অনুমোদিত)

সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানে-

১) ' শৃংখলা বোর্ড ' বলিতে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বাটেবি) আইনের ধারা ১৮(জ) এ বর্ণিত শৃংখলা বোর্ড বুঝাইবে;

২) 'সভাপতি ' বলিতে শৃংখলা বোর্ডের সভাপতিকে বুঝাইবে;

৩) ' ভাইস-চ্যান্সেলর ' বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর;

৪) ' ডীন ' বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের ডীন;

৫) ' প্রক্টর ' বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর;

৬) ' প্রভোষ্ট ' বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হল প্রভোষ্ট;

৭) ' শিক্ষক ' বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃত অন্য কোন ব্যক্তি;

৮) ' শিক্ষার্থী ' বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র বা ছাত্রী;

৯) ' অসদাচরণ ' বলিতে শৃংখলা ও সুব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর অথবা সুআচারণ পরিপন্থী অথবা কোন শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট গ্রহণীয় নহে এমন অশোভন আচরণ বুঝাইবে।

১০) নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ নিয়ে শৃঙ্খলা বোর্ড গঠিত হইবেঃ

(ক)	ভাইস-চ্যান্সেলর	সভাপতি
(খ)	প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট ডীন বা ডীনগণ	সদস্য
(ঘ)	সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সিন্ডিকেট সদস্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী নহেন	সদস্য
(ঙ)	একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য	সদস্য
(চ)	পরিচালক (শিক্ষার্থী কল্যাণ)	সদস্য
(ছ)	সংশ্লিষ্ট হল প্রভোষ্ট বা প্রভোষ্টগণ	সদস্য
(জ)	বোর্ড প্রয়োজনবোধে অধিভুক্ত কলেজসমূহের প্রিন্সিপালগণদের মধ্য থেকে একজন প্রিন্সিপাল বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রদান করিতে পারিবে	সদস্য
(ঝ)	প্রক্টর	সদস্য-সচিব

এক তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয় কোরাম হইবে।

২। শৃংখলা বোর্ডের মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য এই বোর্ডের সদস্য থাকিবেন-তবে শর্ত থাকে যে, কোন মনোনীত সদস্য

(ক) মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(খ) যে পদ হইতে তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন সেই পদে তিনি যদি না থাকেন তাহা হইলে বোর্ডের পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

৩। যে সকল বিষয় অসদাচরণ বা শৃঙ্খলা বিরোধী শাস্তিযোগ্য কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা হইল ঃ

(ক) কোন শিক্ষার্থী যদি তাহার পাঠ্য বিষয়সমূহকে অবহেলা করিয়া, অবজ্ঞা করিয়া অথবা প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি, বিধি, প্রবিধান, কোন আদেশ, নিয়ম ইত্যাদি নিন্দা করে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ করে বা নগ্ন বিরক্তিকর মিথ্যা তুচ্ছ অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করে অথবা এমন কোন কাজ, শিক্ষকদের সাথে অসদাচরন ইত্যাদি সম্পাদন করে, যাহা ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়, পরিচালক (শিক্ষার্থী কল্যাণ), প্রক্টর, বিভাগীয় প্রধান বা অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অথবা

পৃষ্ঠা-১/৪

(খ) নৈতিক ও চারিত্রিক পদস্খলন অথবা কুরূচিপূর্ন ছবি প্রদর্শনের সাথে সংশ্লিষ্টতা, মাদক দ্রব্য সেবন, বিতরণ ইত্যাদি; অথবা

(গ) বাংলাদেশে প্রচলিত তথ্য/ ইন্টারনেট প্রটোকল আইনে যে সকল বিষয় সাইবার অপরাধ হিসেবে গন্য হয় সেসকল এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কোন আপত্তিকর বক্তব্য/ছবি/শৃংখলা পরিপন্থী কোন বক্তব্য প্রকাশ করলে, অথবা

(ঘ) শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভিতরে বা গ্রুপ ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন শৃংখলাজনিত কোন অপরাধ বা অসদাচরণ হইলে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যথা- সতর্ক করা, জরিমানা ধার্য্য করা, সাময়িক বহিস্কার করা, চিরদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিস্কার করা ইত্যাদি যে কোনটি তাহার বা তাহাদের কৃত অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী যা তাহার বা তাহাদের জন্য উপর্যুক্ত বলিয়া কর্তব্য মনে করিবেন তা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

৪। যে সকল কাজ শৃংখলাভঙ্গ বা অসদাচরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তা তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহনের বিষয়াবলীসহ নিম্নলিখিতভাবে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে অবগত করিতে হইবে-

- কোন শিক্ষার্থী দ্বারা হলে বা হল সংলগ্ন এলাকায় শৃংখলাভঙ্গ বা অসদাচরন ঘটিত কোন ঘটনা ঘটিলে অবশ্যই প্রভোষ্ট মহোদয়ের মাধ্যমে প্রক্টর হইয়া ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে অবহিত করিতে হইবে;
- শ্রেনীকক্ষে, ল্যাবরেটরীতে, কর্মশালায় ও একাডেমিক ভবনের আশেপাশে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে তাহা অবশ্যই বিভাগীয় চেয়ারম্যান/ডীন মহোদয়ের মাধ্যমে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে অবগত করিতে হইবে;
- ক্যাম্পাসের অন্য কোথাও এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, কর্মচারী প্রক্টরের মাধ্যমে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে অবগত করিতে হইবে;
- পরীক্ষার হলে সংগঠিত হইলে পরীক্ষা কমিটির সভাপতির মাধ্যমে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে অবগত করিতে হইবে;
- বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাহিরে কোন ঘটনা সংঘটিত হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী প্রক্টরের মাধ্যমে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে অবগত করিতে হইবে।

৫। শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও আপিল বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ

শাস্তি প্রদানে কর্তৃপক্ষ	ক্ষমতা	আপিলের যোগ্য কর্তৃপক্ষ
শৃংখলা বোর্ড	সতর্ক করা, যে কোন অংকের জরিমানা করা, সাময়িকভাবে বহিস্কার করা, চিরদিনের জন্য বহিস্কার করা *	একাডেমিক কাউন্সিল
ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়	সতর্ক করা, টাকা ২০০০/- পর্যন্ত জরিমানা করা, সর্বোচ্চ ১ বৎসরের জন্য বহিস্কার করা*	শৃংখলা বোর্ড
প্রক্টর	সতর্ক করা, টাকা ১০০০/- পর্যন্ত জরিমানা করা, সর্বোচ্চ ৬ মাসের জন্য বহিস্কার*	ভাইস-চ্যান্সেলর
পরিচালক (শিক্ষার্থী কল্যাণ)	সতর্ক করা, টাকা ১০০০/- পর্যন্ত জরিমানা করা, সর্বোচ্চ ৬ মাসের জন্য বহিস্কার*	ভাইস-চ্যান্সেলর
প্রভোষ্ট সংশ্লিষ্ট	সতর্ক করা, টাকা ৫০০/- পর্যন্ত জরিমানা করা, সর্বোচ্চ ১ বছরের জন্য হল থেকে বহিস্কার করা*	ভাইস-চ্যান্সেলর
বিভাগীয় প্রধান	সতর্ক করা, ভাইস-চ্যান্সেলর কাছে রিপোর্ট করাসহ সর্বোচ্চ টাকা ৫০০/- পর্যন্ত জরিমানা করা	ভাইস-চ্যান্সেলর
সহকারী প্রক্টর	সতর্ক করা, প্রক্টরেরর কাছে রিপোর্ট করাসহ সর্বোচ্চ টাকা ২০০/- পর্যন্ত জরিমানা করা।	প্রক্টর
সহকারী প্রভোষ্ট	সতর্ক করা, প্রভোষ্ট এর কাছে রিপোর্ট করাসহ সর্বোচ্চ টাকা ২০০/- পর্যন্ত জরিমানা করা।	প্রভোষ্ট
শিক্ষক	সতর্ক করা, প্রক্টরের কাছে রিপোর্ট করাসহ সর্বোচ্চ টাকা ২০০/- পর্যন্ত জরিমানা করা।	বিভাগীয় প্রধান

* যে কোন মেয়াদের বহিস্কারের সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হইতে হইবে। শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী রায় পুনঃবিবেচনার জন্য সিন্ডিকেট এর নিকট আপিল করিতে পারিবে।

পৃষ্ঠা-২/৪

৬। শৃংখলা বোর্ড ছাড়া অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যদি কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই বা কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নাই বলিয়া ভাইস-চ্যান্সেলর মনে করেন তাহা হইলে তিনি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আপিলযোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট পুনঃবিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন অথবা যদি ভাইস-চ্যান্সেলর মনে করেন আরোপিত শাস্তি ১ বৎসরের বেশি হওয়া উচিত তখন তিনি তাহা শৃঙ্খলা বোর্ডে সিদ্বান্ত নেওয়ার জন্য পাঠাইবেন।

৭। কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অসদাচরণজনিত কোন অভিযোগ একাডেমিক কাউন্সিলে উত্থাপিত হলে একাডেমিক কাউন্সিল উপরে বর্ণিত যে কোন শাস্তি তার বা তাদের বিরুদ্ধে আরোপ করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীবৃন্দ সিন্ডিকেটের নিকট ক্ষমার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং সিন্ডিকেট বিষয়টি পুনঃ বিবেচনার জন্য একাডেমিক কাউন্সিলে প্রেরণ করিবে।

৮। একজন শিক্ষার্থী বা একদল শিক্ষার্থী যাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিয়াছেন তাহারা অনুচ্ছেদ ৫ এ বর্ণিত আপিল যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট পুনরায় বিবেচনার জন্য আপিল করিতে পারিবে।

৯। কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে প্রক্টর সচেষ্ট হবেন। তিনি এবং রেজিস্ট্রার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) পৃথক নিবন্ধনী (Register) পাঠাইবেন এবং কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের বা অসদাচরনের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হলো তা লিপিবদ্ধ রাখিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ফ্যাকাল্টিকে অবগত করিবেন। তাহা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শাস্তি পাওয়া শিক্ষার্থীকে চরিত্রগত সনদ দেওয়া হইবে তাহারও একটি নিবন্ধনী রাখিবেন। এই সকল ব্যবস্থা কেবল মাত্র তখনই নেওয়া হইবে যখন উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া না নেন।

১০। যদি প্রক্টর কর্তৃক রক্ষিত নিবন্ধিতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকে তাহলে শিক্ষক ও ডীন কর্তৃক সকল সনদপত্রে তাহা অপরিবর্তীতভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। ভাইস-চ্যান্সেলর, ডীন, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকবৃন্দ ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কেউ কোন শিক্ষার্থীকে চরিত্রগত সনদ প্রদান করার ক্ষমতা রাখেন না। উল্লেখ্য যে, সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রক্টর অফিস হইতে " আপত্তি নাই " পাওয়ার পরই সনদপত্র প্রদান করিবেন।

১১। কোন জরুরী প্রয়োজনে প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের সম্মতিতে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করিতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে ঐ কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রক্টরকে সার্বিক সহযোগীতা করবেন।

১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ এবং বিভাগীয় বা হল সংশ্লিষ্ট সংগঠন যাহার গঠনতন্ত্র শৃংখলা বোর্ডের প্রবিধানে অন্তর্ভূক্ত আছে তাছাড়া অন্য কোন ক্লাব, ছাত্রদের সংগঠন বা দল পরিচালক (শিক্ষার্থী কল্যাণ) ও প্রক্টরের লিখিত অনুমতি ব্যতীত গঠন করা যাইবে না। শিক্ষার্থীদের দ্বারা কোন সভা সমাবেশ বা অনুষ্ঠানাদি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত করা যাইবে না, এমনকি কোন বাদ্যযন্ত্র বাজানো, মাইকিং ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বা তৎসংলগ্ন কোন এলাকায় করিতে পারিবে না।

১৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থী বা ছাত্রনেত্রীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ধর্মঘটের ডাক দিতে বা কোন শিক্ষার্থীর অবাধ চলাচলে যেমন ক্লাশে, পরীক্ষার হলে, লাইব্রেরীতে, গবেষনাগারে বা মাঠের কাজে যোগদানে হস্তক্ষেপ করিতে বা শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্মিলিতভাবে কোন বিক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বা তৎসংলগ্ন কোন এলাকায় কারিতে পারিবে না। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান বা শর্তে যদি কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীবৃন্দ দোষি সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হইবে এবং তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিস্কার করাও যাইতে পারে। যে সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ ধর্মঘটের দিন ক্লাশে উপস্থিত থাকিবে না তাহাদের উপস্থিতি ঐ দিন গননা করা হইবে না এবং তাহাদের বৃত্তি দেওয়া হইবে না এবং অন্যান্য শৃঙ্খলা ভঙ্গের দন্ডে দন্ডিত হইবে।

১৪। শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রকাশিত প্রচারিত হল ম্যাগাজিন, কেন্দ্রীয় কমিটির ম্যাগাজিন অথবা শিক্ষার্থীদের কোন বুলেটিং বা পোষ্টার যাহা হাতে বা ছাপিয়ে বা সাইক্লোস্টাইল করিয়া প্রচার করা হইবে তাহা অবশ্যই পরিচালক (শিক্ষার্থী কল্যাণ) ও প্রক্টর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৫। ভাইস-চ্যান্সেলর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্ষতিকর হইবে বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে যে কোন সময় যে কোন অস্থায়ী ও স্থায়ী প্রকাশিত জার্নাল, ম্যাগাজিন অথবা কোন ছাপানো বা সাইক্লোস্টাইল করা প্রকাশনা বাতিল করিতে পারিবেন।

১৬। যদি কোন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের পরিপন্থী অথবা সুনাম ক্ষুন্নকারী কোন সংবাদ পরিবেশন করে বা বক্তৃতা বা বিবৃতি প্রদান করে তাহা হইলে সে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৭। যদি কোন শিক্ষার্থী সজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পদের ধ্বংস, ক্ষতিসাধন বা আকৃতি পরিবর্তন করে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে, তাহা ছাড়াও তাহাকে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় দন্ডিত করিতে পারিবে যেমন, জরিমানা করা বা তাহার কশনমানি কর্তন করা ইত্যাদি।

১৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী যদি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে কাহারও সাথে অসদাচরন করেছে বলিয়া শিক্ষকবৃন্দ, প্রক্টর, প্রভোষ্ট, পরিচালক (শিক্ষার্থী কল্যাণ) বা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় শৃংখলভঙ্গ জনিত কারণে উপরে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষ তাহাকে উর্পযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবে।

১৯। কোন শিক্ষার্থীকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা বোর্ড নৈতিকভাবে দুশ্চরিত্র বলিয়া মনে করেন, তবে বোর্ড তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন।

২০। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন শিক্ষার্থীকে দেশের প্রচলিত আইনের চোখে অনৈতিক কিছু করিতে দেখিলে তাহার বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গের কারণে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

২১। এই প্রবিধানে কোন ধারার ব্যাখ্যা প্রয়োজন দেখা দিলে এতদবিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২২। এই প্রবিধানে বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ে সিন্ডিকেট এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(অধ্যাপক মোঃ মনিরুল ইসলাম)
রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ও সদস্য-সচিব, সিন্ডিকেট।

(অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার মাস্‌উদ আহ্‌মদ)
উপাচার্য ও সভাপতি, সিন্ডিকেট।